সংবাদ

তারিখ ... 25 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এশিয়াটিকে আলোচনা সভায় বক্তারা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে ফিরে যেতে হবে ৭২ সংবিধানে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের '৭২ সংবিধানে ফিরে যেতে হবে। এই সংবিধান আমাদের জীবনে চর্চা করতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরতে হবে। স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আজও আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারিনি। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আজকে আমরা সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থান লক্ষ্য করছি। তাই সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাস ও বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইতিহাসের বিকৃতি বন্ধ করে জাতীয় শিক্ষাক্রমে এবং উচ্চ শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা।

গতকাল রাজধানীর রমনায় এশিয়াটিক সোসাইটির মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এই আহ্বান জানান। সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম সভায় : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

সভায় : বক্তারা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজবী। অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান। অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন এশিয়াটিক সোসাইটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মাহফুজা খানম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। আমাদের সংবিধানের চার মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও গণতন্ত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই উচ্চ শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাসঙ্গিকতা যুক্ত করতে হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আজও আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারিনি। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আজকে আমরা সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থান লক্ষ্য করছি। সময় এসেছে এখনই এই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমাদের ঐকবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর। এই সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থান নির্মূল করতে অগ্রণী ভূমিকা পালনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসতে হবে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সহনশীলতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মনোভাব বিরাজ করে তার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, পণ্ডিত ও গবেষকদের তাদের শিক্ষা ও লেখনীর মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। তাই ইতিহাসের বিকৃতি বন্ধ করতে জাতীয় শিক্ষাক্রমে এবং উচ্চ শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এনসাইক্লোপিডিয়া নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার পথ সুগম হবে বলে বক্তারা জানান।